মাহফুজ আহমদ
প্রধান কৃষি তত্ত্ববিদ
ওয়ামিপ-পিসিইউ
বাঃপাঃ উঃবোঃ ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধে বনায়নের নীতিমালা

১ জুন ১৯৯৮

মাহফুজ আহমদ
প্রধান কৃষি তত্ত্ববিদ
ওয়ামিপ-পিসিইউ
বাঃপাঃ উঃবোঃ ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধে বনায়নের নীতিমালা

১ জুন ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং

নং-পাসম/প (প)-৪(৭৮)/৯৩ (অংশ)-২/১৫১(২০) তারিখঃ ১-৬-৯৮

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধে বনায়নের নীতিমালা

বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ হতে জনগণের জানমাল রক্ষার্থে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও অভ্যন্তরে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত প্রায় ৮০০০ কিঃ মিঃ বিভিন্ন ধরনের বাঁধ রয়েছে। বাঁধের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাঁধের পাড়ের উভয় দিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমি আছে। ১৯৮২ সনের The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance -এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী যে উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হবে ঐ জমি তার অতিরিক্ত কোনো কাজে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করা যাবে না। অথচ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়েছে যে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত না করে অধিগ্রহণকৃত এই জমি অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। সেই প্রেক্ষিতে উক্ত অর্ডিন্যান্সের সংশ্লিষ্ট ধারাটির পরিবর্তনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে বাঁধের ঢালে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও স্থানীয় জনগণের ব্যবহারের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁধের পাদদেশে রোপণের জন্য বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচনে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে ঐ সমস্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে বৃক্ষ রোপণের বিষয়ে কোনো পরিষ্কার রূপরেখা/নীতিমালা না থাকায় এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বাঁধের ঢালে ও পাদদেশে বৃক্ষ রোপণের কারিগরী দিকটি বিশদ পর্যালোচনা করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাঁধে বনায়ন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ৪-২-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশমালা পর্যালোচনাক্রমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে বনায়নের একটি নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়। বাঁধের ঢালে/পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম গ্রহণকালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হলো।

২। অবগতি ও যথাযথ প্রতিপালনার্থে নির্দেশিকাটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

(এম. বদিউজ জামান)
যুগ্ম-প্রধান
ফোন ঃ ৮৬৯৫৩৫

বিতরণঃ

১। সকল মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ....

২। সকল সচিব ....

৩। পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য ....

৪। সকল বিভাগীয় কমিশনার ....

৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

৬। প্রধান বন সংরক্ষক, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো, ঢাকা।

৮। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

৯। সকল সদস্য, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১০। সকল প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

১২। সকল জেলা প্রশাসক, ...

১৩। সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১৪। সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১.০ ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে মোট ভূমির মাত্র ১০ ভাগ বনভূমি। আবার এই বনভূমি দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সমবন্টিত নয়। জনসংখ্যার চাপ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষ কাটার ফলে বন সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ভূমির সীমাবদ্ধতাহেতু বৃক্ষ রোপণ এলাকা সম্প্রসারিত হইতেছে না, যাহার ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সরকার দেশের বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/দপ্তর এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও), স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদির সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মালিকানাধীন সড়ক/মহাসড়কের পার্শ্বে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধে বৃক্ষ রোপণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলবর্তী বাঁধ বা দেশের অভ্যন্তরে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসমূহ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ও বৈশিষ্টে নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার নকশা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যাহাতে ইহার ভিতর দিয়া পানি চুয়াইয়া বাঁধের ক্ষতি না হয় এবং বাঁধের ভিতরের এলাকায় জলোচ্ছাস বা বন্যার পানি প্রবেশ করিতে না পারে। বাঁধের ভিতরে ও বাহিরে পানির সমতলের পার্থক্য থাকে বিধায়, বাঁধের উপর পানির একটা চাপ থাকে। কিন্তু সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বা অন্যান্য রাস্তার ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্নরূপ: সেখানে দুই পার্শ্বে পানির সমতলের তেমন কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া রাস্তার/সড়কের উপর পানির কোন চাপ পড়ে না। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে গাছ রোপণের জন্য বিশেষ বিবেচনা একান্ত প্রয়োজন।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পসহ বন অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাঁধে বনায়নের উদ্দেশ্যে বৃক্ষের প্রজাতি নির্বাচন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১-১২-৯৭ ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মতে বিশেষজ্ঞ/ কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ৪-২-৯৮ ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে বনায়নের এই নীতিমালা প্রণীত হইল।

২.০ বাঁধে গাছ রোপণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ঢালে গাছ লাগানোর পূর্বে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ

- রোপিত বৃক্ষ বাঁধের কোন ক্ষতি করিবে কি না;
- গাছ লাগানোর ফলে বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে কি না; কিংবা
- বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাধাগ্রস্ত হইবে কি না।

৩.০ বাঁধের ঢালে গাছের প্রজাতি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

বাঁধের ঢালে গাছের প্রজাতি নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা আবশ্যক ঃ

- মরা গাছের শিকড় পঁচিয়া, ঝড়ে শিকড়সমেত গাছ উপড়াইয়া ও শিকড়ের চাপে বাঁধের উপরিভাগের মাটি আলগা হইয়া কোন কোন প্রজাতির গাছ বাঁধকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে। সেই জন্য দ্রুত মরণশীল ও সহজে উপড়াইয়া পড়ে-এই ধরনের প্রজাতি নির্বাচন করা যাইবে না।
- গাছের ছায়ার প্রভাবে নীচের ঘাস যাহাতে মরিয়া না যায় সেজন্য ঘন পাতাসম্বলিত গাছের প্রজাতি বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

উপরে বর্ণিত প্রজাতি বাদে যে সমস্ত প্রজাতির গাছ নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রদান করিতে পারে, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া যাইবে। যেমন ঃ

- ০ গাছ হইতে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধার পরিমাণ;
- ০ গাছটির স্থানীয় পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা (উপকূলীয় বাঁধের বাহিরের ঢালে লবণাক্ততা সহ্য করিতে পারে এমন গাছ লাগাইতে হইবে);
- ০ মাটি ক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা; এবং
- ০ নাইট্রোজেন যোগ করিয়া মাটিকে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা।

৪.০ কোথায় কোন ধরনের গাছ লাগানো যাইবেঃ

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিয়া বাঁধের গঠন অনুযায়ী বাঁধকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া গাছের প্রজাতি নিম্নবর্ণিতভাবে নির্বাচন করিতে হইবেঃ

৪.১ বাঁধের ঢাল ৩ঃ১ বা তার চাইতে মৃদু সমতলযুক্ত হইলে বাঁধের বাহির দিকঃ

(১) ঢালের নীচের এক তৃতীয়াংশ ঃ

গভীর শিকড়যুক্ত গাছ, যেমন-
- নারিকেল, সুপারী, তাল, খেঁজুর

- তেঁতুল, শিশু, শিল কড়ই, শিমুল, কদম, নিম, হিজল
- লেবু, শরিফা, কুল বরই, পেয়ারা, করমচা
- বেত

(২) ঢালের মাঝের এক তৃতীয়াংশেঃ

অগভীর শিকড়যুক্ত ছোট ও মাঝারী ধরনের গাছ, যেমন-
- লেবু, শরিফা, কুল বরই, বাতাবী লেবু, পেয়ারা, করমচা
- বিভিন্ন ধরনের স্রাব (Shrub)
- ঘাস

(৩) ঢালের উপরের এক তৃতীয়াংশে ঃ

নির্বাচিত স্রাব (Shrub) বা খুব ছোট শিকযুক্ত গাছ, যেমন-
- ঘাস (সকল প্রকার)
- তুঁত, ধঞ্চে ও অড়হর

৪.২ বাঁধের ঢাল ৩ঃ১ এর কম হইলে (উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধের ভিতর ও অন্যান্য অঞ্চলের উভয়দিকের ঢালে) ঃ

(১) ঢালের নীচের এক তৃতীয়াংশে ঃ

গভীর শিকড়যুক্ত গাছ, যেমন-
- শিশু, তেঁতুল, বাবলা
- নারিকেল, সুপারি, তাল, খেঁজুর

(২) ঢালের মাঝের এক তৃতীয়াংশে ঃ

নির্বাচিত স্রাব (Shrub)
- বিভিন্ন ধরনের স্রাব (Shrub)

(৩) ঢালের উপরের এক তৃতীয়াংশে ঃ

নির্বাচিত স্রাব (Shrub) বা খুব ছোট গাছ, যেমন-
- ঘাস, তুঁত, ধঞ্চে ও অড়হর

৪.৩ বরোপিট, বার্ম, ফোরশোর, পরিত্যক্ত বাঁধে বনায়ন ঃ

বাঁধের বরোপিট, বার্ম, নদীর দিকে সম্মুখভাগে (Foreshore) ও পরিত্যক্ত বাঁধে যে কোন ধরনের গাছ দ্বারা ঘন বেষ্টনী তৈরী করা যাইবে।

৪.৪ বাঁধের উপরে ঃ

বাঁধের চূড়া বা ক্রেস্টে কোন গাছ লাগানো যাইবে না।

৫.০ বিধি নিষেধ ও গাছের পরিচর্যা ঃ

বাঁধে গাছ লাগানো এবং পরিচর্যার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিধিনিষেধ ও পরিচর্যার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঃ

- বাঁধের চূড়া বা ক্রেস্টে কোন গাছ লাগানো যাইবে না।
- সহজে উপড়াইয়া পড়ে এমন গাছ (যেমন রেইনট্রি) কিংবা ঘাস জন্মানোর ক্ষেত্রে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করে (যেমন কৃষ্ণচূড়া) এমন প্রজাতির গাছ লাগানো যাইবে না।
- বাঁধের ঢালে কলা গাছ লাগানো যাইবে না।
- গাছের গোড়ায় মাটি একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেখানে গর্ত সৃষ্টি না হয়।
- গাছের ডালপালা নিয়মিতভাবে কাটিতে হইবে, যাহাতে ভারী ক্যানোপী সৃষ্টি না হয় এবং গাছ সুদৃঢ় থাকে।
- গাছের আবর্তনকাল অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে গাছ কাটিতে হইবে।
- সাধারণভাবে ফলের গাছ লাগানো পরিহার করিতে হইবে। তবে ফলের গাছ লাগানো হইলে ঐ গাছের ফল ঠিকমত আহরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বাঁধের ক্ষতি এবং ইঁদুরের উপদ্রব না হয়।

৬.০ বাঁধে গাছ লাগানোর শর্তাবলীঃ

সরকারের বন বিভাগ বা অন্য কোন সংস্থা বা এনজিও ইত্যাদি বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিয়া নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীনে বাঁধে গাছ লাগাইতে পারিবেঃ-

৬.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৬.২ কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বাঁধের ভূমির তপশিল উল্লেখপূর্বক স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত সুনির্দিষ্ট চুক্তিনামা স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৬.৩ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে স্থানীয় উপকারভোগী দল/গ্রুপ গঠন করতঃ ইহার মাধ্যমে বাঁধের ঢাল, বার্ম ও বরোপিটে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইবে। ইহার জন্য বৃক্ষ রোপণকারী সংস্থা উপকারভোগী/ এনজিওদের সাথে পৃথকভাবে চুক্তি করিবে।

৬.৪ বৃক্ষ রোপণকালে বাঁধের কোন ক্ষতি হইলে, রোপণকারী নিজ ব্যয়ে উহা মেরামত করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

৬.৫ বৃক্ষ রোপণকারী চুক্তিকৃত বাঁধের ভূমিতে কোন প্রকার ঘরবাড়ী, ছাউনী বা অন্য কোন অবকাঠামো তৈরী করিতে পারিবে না বা বৃক্ষ রোপণ কাজে কিংবা অন্য কোন কারণে লাঙ্গল বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৬. ৬ বাঁধের ঢালুতে বৃক্ষ রোপণকারী আবর্জনা বা কোন বজ্য দ্রব্যাদি রাখিতে পারিবে না এবং বাঁধ বা অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি সাধিত হইতে পারে এমন কোন কাজ করিতে পারিবে না।

৬.৭ বাঁধের স্থায়িত্ব বিনাসী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৬.৮ বৃক্ষ রোপণকারী সংস্থা নিজ খরচে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ, রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে। এই ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ড কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে না।

৬.৯ বাঁধে বনায়নের জন্য স্থিরকৃত বৃক্ষের প্রজাতিসমূহের মধ্য হইতে কারিগরী দিক বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত প্রজাতি নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বনায়ন কর্মসূচী প্রণয়নপূর্বক পাউবোর্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সম্মতি গ্রহণ করিবেন।

৬.১০ প্রাথমিকভাবে অনূর্ধ ৭ (সাত) বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া চুক্তির মেয়াদ অনূর্ধ ৩ (তিন) বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে। তবে বৃহৎ পুনর্বাসন কাজের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড চুক্তি আংশিক বা পূর্ণভাবে বাতিল করিয়া গাছ অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬.১১ বাঁধের সংস্কার/ রক্ষণাবেক্ষনের স্বার্থে রোপিত এক বা একাধিক বৃক্ষ অপসারণের প্রয়োজন হইলে পানি উন্নয়ন বোর্ড বৃক্ষ রোপণকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং বৃক্ষ রোপণকারী তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এই ব্যাপারে বৃক্ষ রোপণকারী সংস্থা/উপকারভোগীগণ কোন রকম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

৬.১২ ঘন ক্যানোপী সৃষ্টি হইয়া বৃক্ষ যাহাতে ঝড়ে পড়িয়া না যায় তাহার জন্য সময়ে সময়ে ক্যানোপী ছাটিয়া দিতে হইবে।

৬.১৩ ঝড়ে বা অন্য কেন প্রাকৃতিক কারণে বৃক্ষ ভাংগিয়া বা উপড়াইয়া পড়িলে রোপণকারী সংস্থা নিজ খরচে তাৎক্ষণিকভাবে বাঁধের উপর হইতে উহা সরাইয়া ফেলিবে।

৭.০ চুক্তিনামাঃ

- উপ-অনুচ্ছেদ ৬.১ অনুসারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে বোর্ডের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদর দপ্তরের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিবেন।
- উপ-অনুচ্ছেদ ৬.২ মোতাবেক সুনির্দিষ্ট চুক্তিনামাতে বোর্ডের পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এবং অন্য কোন সংস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মনোনীত প্রতিনিধি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।
- পানি উন্নয়ন বোর্ড কেবল বৃক্ষ রোপণে উদ্যোগী সংস্থার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবে। উদ্যোগী সংস্থা উপকারভোগীদের সহিত পৃথকভাবে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে।

৮.০ বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

চুক্তির ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয়ভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাগণ তাহা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবেন । স্থানীয় পর্যায়ে উহা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে স্ব স্ব সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ

উহা সমাধা করিবেন। এই পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, তাহা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উত্থাপিত হইবে এবং সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯.০ লভ্যাংশ বিভাজন ঃ

উৎপাদিত বৃক্ষ/ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ ভূমির মালিক হিসাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাপ্য হইবে। বৃক্ষ রোপণকারী সংস্থা ও সহযোগীগণ নিম্ন বর্ণিতভাবে শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ প্রাপ্য হইবেঃ-

বন অধিদপ্তর	১০%
ট্রি ফার্মিং ফান্ড	১০%
ইউনিয়ন পরিষদ	৫%
উপকারভোগী গ্রুপ	৫৫%
মোট =	৮০%

এই হার সরকারী সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।

-০-

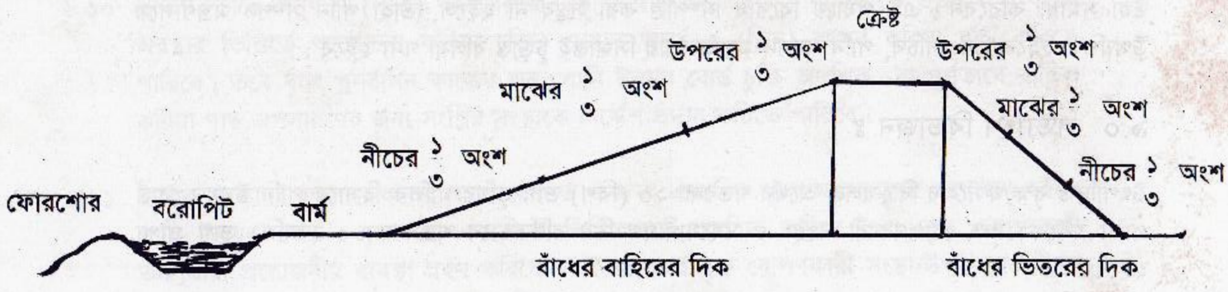

১। ৩:১ এর বেশী ঢালযুক্ত বাঁধ (উপকূলীয় অঞ্চলের বাঁধ)

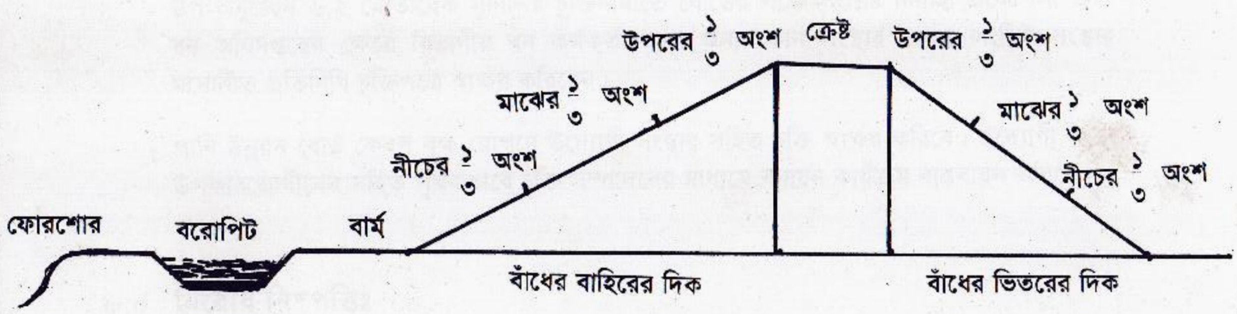

২। ৩:১ এর কম ঢালযুক্ত বাঁধ